আলমডাঙ্গায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ২

আলমডাঙ্গায় ভোররাতে সড়ক দুর্ঘটনায় ট্রাক হেলপারের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। চুয়াডাঙ্গা-আলমডাঙ্গা সড়কের মুন্সিগঞ্জ নিগার সিদ্দিক ডিগ্রী কলেজের সামনে গতকাল বুধবার ভোরে এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় ট্রাকের সহকারী চালক (হেলপার) সোহেল (২৬) ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারিয়েছেন। গতকাল বুধবার ভোর রাত প্রায় ৪টার দিকে দ্রুতগতিতে ছুটে চলা একটি বালি বোঝাই ট্রাক গাছের সাথে ধাক্কা খেয়ে উল্টে গেলে এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ভোররাতে এলাকার মানুষ ঘুমে আচ্ছন্ন থাকাকালীন হঠাৎ প্রচণ্ড বিকট শব্দ শোনা যায়। শব্দ শুনে আশপাশের বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে এসে দেখতে পান, ঢাকা মেট্রো-ট-২০-৪০০২ নম্বরের ট্রাকটি রাস্তার পাশে বড়সড় গাছের সাথে ধাক্কা খেয়ে উল্টে পড়ে আছে। চালকের আসনে আটকে থাকা একজনকে অচেতন অবস্থায় দেখা যায়। প্রথমে ধারণা করা হয় তিনি চালক, কিন্তু পরে জানা যায় তিনি ট্রাকের হেলপার সোহেল। স্থানীয়রা অনেক চেষ্টা করেও তাকে ট্রাক থেকে বের করতে ব্যর্থ হন।

খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিসের একটি দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে গাড়ির ভেতর থেকে তাকে উদ্ধার করে। কিন্তু ততক্ষণে তিনি মারা গিয়েছিলেন। পরে লাশ আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মাসুদুর রহমান জানান, নিহত সোহেল ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর থানার তালশার গ্রামের গোলাম মোস্তফার ছেলে। পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে ময়না তদন্ত ছাড়াই লাশ দাফনের অনুমতি দিয়ে হস্তান্তর করা হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, চুয়াডাঙ্গা-আলমডাঙ্গা সড়কে দীর্ঘদিন ধরেই অতিরিক্ত গতিতে বালি ও পাথর বোঝাই ট্রাক চলাচল করছে। এসব গাড়ির বেশিরভাগই রাতে ও ভোরে বেপরোয়া গতিতে চলে, ফলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, সড়কে গতি নিয়ন্ত্রণ ও আইন প্রয়োগ কার্যকরভাবে না হওয়ায় প্রায়ই ছোট-বড় দুর্ঘটনা ঘটছে। তারা অবিলম্বে এই সড়কে গতিসীমা

নির্ধারণ, নিয়মিত ট্রাফিক টহল এবং ওভারলোড ও অতিরিক্ত গতি রোধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

এদিকে দুর্ঘটনার পর থেকে স্থানীয়দের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। নিহত সোহেলের পরিবারের সদস্যরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে কান্নায় ভেঙে পড়েন। তরুণ এই হেলপারের অকাল মৃত্যুতে তার গ্রামের মানুষও গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

মেহেরপুরে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রকৌশলীসহ দুইজন নিহত

মেহেরপুর- কুষ্টিয়া সড়কের বনবিভাগের সামনে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক সরকারি প্রকৌশলী ও এক কলেজছাত্র নিহত হয়েছেন। আজ বুধবার (২৫ জুন) সকাল আনুমানিক ১০টার দিকে এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন—মেহেরপুর গাংনী জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগের সহকারী প্রকৌশলী মো. এ কে এম মাহফুজুর রহমান (৪৭) এবং মেহেরপুর সরকারি কলেজের ছাত্র মো. আকমল হোসেন (২০)। মাহফুজ গহরপুর গ্রামের বাসিন্দা এবং আকমল শেখপাড়া গ্রামের মাবু মিরের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, প্রকৌশলী মাহফুজুর রহমান অফিসের উদ্দেশ্যে গাংনীর দিকে যাচ্ছিলেন। অপরদিকে কলেজ শিক্ষার্থী আকমল হোসেন গাংনীর দিক থেকে মেহেরপুরের দিকে আসছিলেন। ঘটনার সময় জেলা বনবিভাগের সামনে পৌছালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে দুইজনই গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত মাহফুজের মোটরসাইকেলের নম্বর ছিল ঢাকা মেট্রো-হ ৩৬-৫৪২৯ এবং আকমলের মোটরসাইকেলের নম্বর মেহেরপুর হ-১৩-৫১৯৪।

দুর্ঘটনার পর এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে এবং দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত শুরু করেছে।

মুজিবনগরে মোটরসাইকেল সংঘর্ষে এনজিও কর্মী নিহত

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার গোপালনগর গ্রামে দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে গোলাম রাব্বানী (৩২) নামে এক এনজিও কর্মী নিহত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে মুজিবনগর-গোপালনগর সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত গোলাম রাব্বানী যশোর সদর উপজেলার নরসিংহকাটি গ্রামের আবু বক্কর সরদারের ছেলে। তিনি একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থায় কর্মরত ছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে জানা গেছে, গোলাম রাব্বানী মোটরসাইকেলযোগে মুজিবনগরের দিকে যাচ্ছিলেন। এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা অপর একটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে তিনি গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান জানান, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করেছে। নিহতের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

গাংনীতে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে মাইক্রোবাসের ধাক্কা, নিহত ৩

মেহেরপুর-কুস্টিয়া সড়কের শুকুরকান্দি নামক স্থানে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের পেছনে মাইক্রোবাসের ধাক্কায় চালকসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছে মাইক্রোবাসের অপর তিন যাত্রী।

নিহতরা হলেন, মাইক্রোবাসের চালক গাংনী উপজেলার পশ্চিমমালশাদহ গ্রামের মোজাম্মেল হকের ছেলে জামাল উদ্দিন (৫৫), গাঁড়াডোব গ্রামের গোলাম কিবরিয়ার ছেলে শাহিনুজ্জামান (৪৫) ও সদর উপজেলার নজরুল ইসলামের স্ত্রী আক্তার বানু (৪৫)। আহত হয়েছেন গোলাপি খাতুন, ফজিলা খাতুন ও আলফাতুন নেছা নামের আরো তিন নারী।

মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১২ টার দিকে মেহেরপুর-কুস্টিয়া সড়কের গাংনী উপজেলার শুকুরকান্দি গ্রামের কাছে একটি দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের সাথে ধাক্কা লেগে মাইক্রোবাসে থাকা সবাই আহত হন। পরে তাদের উদ্ধার করে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার সময় আক্তার বানু মারা যান। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ভোররাতের দিকে চালক জামাল উদ্দিন ও শাহিন মারা যান।

গাংনী থানার ওসি বানী ইসরাইল জানান, গাঁড়াডোব ও শ্যামপুরের ওই হতাহতরা মাইক্রোবাসে করে চিকিৎসার জন্য রাত ১২ টার দিকে কুষ্টিয়া যাচ্ছিলেন। গাংনী উপজেলার শুকুরকান্দি নামক ওই স্থানে একটি দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাককে পেছন থেকে ধাক্কা দেয় মাইক্রোবাস। এতে এই হতাহতের ঘটনা ঘটে।

তিনি আরও জানান, চালক জামাল উদ্দিন মাইক্রোবসটির মালিক। নিহতদের মরদেহ কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে রয়েছে বলে জানান ওসি বানী ইসরাইল।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

আখতারুজ্জামান মারা যান। এছাড়া অবস্থার অবনতি হওয়ায় আল ইমরানকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ও জুবাইয়ের হাসানকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। রাজশাহীতে নেওয়ার পথে সন্ধ্যার দিকে পাবনার মধ্যে শিশু জুবায়ের হোসেন মারা যান। আল ইমরান রাত ৯ টার দিকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে মারা যান। এই ঘটনায় আহত ভ্যানচালক আলী হাসান বর্তমানে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে, প্রাইভেট চালক পলাশ স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।

এদিকে, দুর্ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হলে সেখানে দেখা যায়, যে তিনজন নিহত হয়েছে তারা সবাই তাদের সঠিক সাইডে ছিল এবং আসামী তার গাড়ী হইতে বাহির হয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়। মামলার বাদীর অভিযোগ করে এজাহারে লিখেছেন আসামী পরিকল্পিতভাবে তাদের হত্যা করেছে। তাই আসামীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৩; চালকের বিচারের দাবিতে মানববন্ধন

পবিত্র ঈদুল ফিতরের দিন মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় ৩ জন নিহতের ঘটনায় প্রাইভেট কার চালক সাজ্জাদ হোসেন পলাশের বিচারের দাবিতে মেহেরপুরের সর্বস্তরের জনগণের উদ্যোগে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বিকেলে মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সামনে এই মানববন্ধন আয়োজন করা হয়। এতে নিহত আখতারুজ্জামান শোভনের পরিবারের পক্ষ থেকে নাহিদ এবং নিহত আল ইমরানের পরিবারের পক্ষ থেকে আনিসুর রহমান বক্তব্য রাখেন।

এছাড়া মানববন্ধনে আরও বক্তব্য রাখেন, আখতারুজ্জামান, এইচ আর রজব, সাংবাদিক মুজাহিদ আল মুন্না, রেজাউল ইসলাম, মাহফুজ, এস এম তমাল,

রাসেল আহমেদ, আকাশ, হাসানসহ অন্যান্যরা।

বক্তারা ঘাতক চালকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান এবং সড়ক দুর্ঘটনা রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান।

মানববন্ধনে ন্যায়বিচারের দাবিতে সর্বস্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করেন এবং সোচ্চার হন।

মেহেরপুুরে ঈদের ২য় দিনে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় ১০ জন আহত

ঈদের দ্বিতীয় দিনে মেহেরপুরে পৃথক পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় একই পরিবারের শিশু ও নারীসহ ৪ এবং অন্য দুর্ঘটনায় ৬ জনসহ অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন।

আহতদের মধ্যে আল আমিন হোসেন(৩৪) ও তার স্ত্রী রাবেয়া খাতুনকে(৩০) কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেছে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক।

মঙ্গলবার দিবাগত রাত ৮ টার দিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের তেরাইল কলেজের সামনে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় স্বামী-স্ত্রীসহ তাদের ছেলে আরাফাত হোসেন(১০) ও মেয়ে আরশি খাতুন (৫) মারাত্বক আহত হন।



মেহেরপুুরে ঈদের ২য় দিনে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় ১০ জন
আহত

স্থানীয় তাদের উদ্ধার করে প্রথমে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ও পরে সেখান থেকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করে চিকিৎসক।

জানা গেছে, আল আমিন হোসেন তার স্ত্রী ও ছেলে মেয়েকে নিয়ে মুজিবনগর থেকে ঘুরে মোটরসাইকেল যোগে বাড়ি ফিরছিলেন। মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাংনী উপজেলার তেরাইল ডিগ্রি কলেজের অদূরে নির্মাণাধীন কালভার্টের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পার্শ্ববর্তি খাদে পড়ে সবাই গুরুতর আহত হন। আহতাবস্থায় সবাইকে উদ্ধার করে



মেহেরপুুরে ঈদের ২য় দিনে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় ১০ জন
আহত

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক স্বামী ও স্ত্রীকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন। এছাড়া তাদের দুই ছেলে মেয়েকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়েছেন।

এছাড়া রাত ১০ টার দিকে একই সড়কের মালশাদহ জোড়া ব্রীজের কাছে অপর একটি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন তিনজন।

এর আগে বিকালের দিকে মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়কে আলাদা মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় তিনজন আহত হয়েছেন। আহতরা বিভিন্ন ক্লিনিকে চিকিৎসা নিচ্ছেন।

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায়

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে, প্রাইভেট চালক পলাশ স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন।

বিয়ের বাজার করে বাড়ি ফেরা হলো না প্রবাস ফেরৎ যুবকের

বিয়ের বাজার করে বাড়ি ফেরার পথে শ্যালো ইঞ্জিন চালিত আলগামনের সাথে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় সাগর মিয়া (২৪) নামের এক সৌদি প্রবাস ফেরত এক যুবক হয়েছেন।

আজ শনিবার দিবাগত রাত ৮ টার দিকে মেহেরপুরের গাংনী-কাথুলি সড়কের চৌগাছা এতিম খানার সামনে এই সড়ক দূর্ঘটনাটি ঘটে। নিহত সাগর মিয়া গাংনী উপজেলার (কুঠি) ভাটপাড়া গ্রামের তোজাম্মেল হোসেনের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, নিহত সাগর মিয়া গাংনী বাজার থেকে মোটরসাইকেল যোগে ভাটপাড়াতে ফিরছিলেন। চৌগাছা এতিমখানার অদুরে নাবিল ফার্নিচারের কাছে একটি পাখিভ্যানকে ওভারটেক করতে গিয়ে বিপরীত দিক থেকে আসা আলগামনের মুখোমুখি ধাক্কা লাগে। এতে সাগর মিয়া রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে মারাত্বক আহত হন। তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহতের পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, সাগর মিয়া বিয়ে করার উদ্যেশ্যে গত ৪ দিন আগে ২ মাসের ছুটি নিয়ে বাড়িতে ফিরেছেন। ঈদের পরের দিন গাংনী উপজেলার রাজনগর গ্রামে তার বিয়ে ঠিক হয়েছে। আজ বিকালে তিনি গাংনী বাজারে নিজের বিয়ের কিছু বাজার করে বাড়ি ফিরছিলেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, নিহতের মরদেহ উদ্ধারের প্রক্রিয়া চলছে।

[redacted]

[redacted]

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল আরও জানান, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। অভিভাবকদের অভিযোগের ভিত্তিতে পরর্বতীতে আইনানুগ ব্যাবস্থা গ্রহন করা হবে।

এর আগে, বিকাল সাড়ে ৩টার দিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাংনী উপজেলার আকুবপুর গ্রামে
মোটরসাইকেল-লোকাল বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে। নিহতরা হলেন, গাংনী উপজেলার পীরতলা গ্রামের সৌদি প্রবাসী আলেক হোসেনের ছেলে সিয়াম হোসেন (১৮) ও একই গ্রামের আরেক সৌদি প্রবাসী সোহরাব হোসেন ওরফে সেন্টুর ছেলে আব্দুল্লাহেল বাকী (১৮)। নিহত দুজনেই কুষ্টিয়া ইসলামিয়া কলেজের একাদশ শ্রেনীর ছাত্র।